পাওলো ফ্রেইরি*

মো: আনিসুর রহমান

(১)

ব্রেজিলীয়ান দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ পাওলো ফ্রেইরি সারা বিশ্বে সমাজচিন্তাবিদ ও সমাজকর্মীদের কাছে একটি সুপরিচিত নাম। তাঁর নিপীড়িত জনগণকে "আত্মসচেতনীকরণ" (কনশিয়েনটাইজেশন)-এর প্রত্যয় নানান্ দেশে তৃণমূল কাজে ব্যবহৃত হয়েছে, হয়ে চলেছে, অনুপ্রেরণা ও দিকনির্দেশ দিয়েছে। এই প্রত্যয় নিপীড়িত জনগণকে তাদের জীবন পরিবর্তনের প্রচেষ্টার নায়ক হতে আহ্বান করে এবং তাদের গভীর সমালোচনামূলক সমাজ-বিশ্লেষণে নিয়োজিত করতে চায়, যে-বিশ্লেষণ দ্বারা তারা শুধু আত্মঅনুসন্ধান দ্বারা সমাজ-সচেতনই হবে না, সমাজ-কাঠামোকে পরিবর্তন করার জন্য যৌথ উদ্যোগ নেবে, এবং এরকম উদ্যোগের ফলাফল নিজেরাই পর্যালোচনা করে নিজেদের চেতনা আরো অগ্রসর করাবে, এবং এইভাবে বিশ্লেষণ-উদ্যোগ-বিশ্লেষণের একটি ধারা চলতে থাকবে যাকে "প্র্যাক্সিস" বলা হয়, যে-ধারা ক্রমাগত নিজেকে চেতনায় ও কর্মে সমৃদ্ধ করবে। আত্মসচেতনীকরণ বলতে ফ্রেইরি এই প্র্যাকসিসের ধারাটিই বুঝিয়েছেন। এবং এটিই ফ্রেইরির চিন্তায় গণশিক্ষা।

ফ্রেইরি নিজে এই গণশিক্ষার ধারাকে প্রণোদিত করতে গণসাক্ষরতা শিক্ষার এক অভিনব পদ্ধতি আবিস্কার করেন যা সুবিদিত। তবে নিপীড়িতদের আত্মসচেতনীকরণের পদ্ধতি হিসাবে শুধু বর্ণমালা শিক্ষার এই পদ্ধতিই একমাত্র পদ্ধতি নয়, অন্যান্য অনেক পদ্ধতি হতে পারে ও হয়েছে। এদের মধ্যে পার্টিসিপেটরি রিসার্চ বা অংশীদারি গবেষণা জনগণকে আত্মসচেতনীকরণের একটি উল্লেখযোগ্য প্রক্রিয়া ও আন্দোলন যা গণসাক্ষরতা শিক্ষার মাধ্যমে না যেয়ে জনগণকে সরাসরি সমাজ গবেষণায় প্রণোদিত ও সাহায্য করে এবং এরকম গবেষণালবদ্ধ সচেতনতা নিয়ে জনগণ তাদের জীবনের উন্নতির লক্ষ্যে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক কর্মোদ্যোগ নিয়ে একটি প্র্যাকসিসের ধারা সঞ্চার করে যা তাদের আত্মসচেতনতাকে ক্রমশঃ উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ করে। বিশ্বব্যাপী এই পার্টিসিপেটরী রিসার্চ আন্দোলনও ফ্রেইরির আত্মসচেতনীকরণ এই প্রত্যয় দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছে। এছাড়া সাম্প্রতিককালে অনেক দেশ তথাকথিত "এনজিওদের" কাজে সংগঠিত জনগণের সাপ্তাহিক বৈঠক, কর্মশালা, "শিবির", "ট্রেনিং ক্যাম্প" ইত্যাদি ধরণের বিভিন্ন ফোরামে জনগণের নিজস্ব সমাজ-বিশ্লেষণ প্রণোদিত করা হয় যা তাদের আত্মসচেতনীকরণের একটি প্রক্রিয়া বলে গণ্য করা যায় যদি যথার্থই এগুলিতে জনগণের নিজস্ব বিশ্লেষণ প্রাধান্য পায়। এরকম বহু এনজিওদের কাজও ফ্রেইরির আত্মসচেতনীকরণ প্রত্যয় দ্বারা অনুপ্রাণিত।

(২)

পাওলো ফ্রেইরির মৃত্যু দিবসে তাঁকে স্মরণ ও তাঁর অবদান আলোচনা করবার একটা উদ্দেশ্য হতে পারে তাঁর অবদানের জন্য শুধুমাত্র তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানানো। কিন্তু শুধু এইটুকু করা একটি রিচুয়াল মাত্র হয়ে যাবে। আমাদের ভবিষ্যৎ সমাজ জীবনের অগ্রগতির জন্য তার মূল্য তেমন কিছু নাও হতে পারে। মানব-সভ্যতায় আজ পর্যন্ত প্রশ্নাতীত কোনো দর্শন বা সমাজ-কর্মের প্রত্যয় কেউ দেন নি, এবং এরকম-কিছু দেওয়া বোধ হয় সম্ভবও নয়। ফ্রেইরীর সমাজ দর্শন একটি বৈপ্লবিক সমাজ-পরিবর্তনের দর্শন, কিন্তু তাঁর নিপীড়িতদের আত্মসচেতনীকরণ প্রত্যয়ে ম্যাক্রো, অর্থাৎ সমাজের সামগ্রিক পর্যায়ে, সমাজ-পরিবর্তনের কোনো তত্ত্ব বা দিক্‌নির্দেশনা নেই - এটি একান্তই মাইক্রো অর্থাৎ ক্ষুদ্র, তৃণমূল পর্যায়ে নিপীড়িতদের আত্মসচেতনীকরণের একটি দর্শন ও প্রক্রিয়া, যা থেকে ম্যাক্রো পর্যায়ে সমাজ পরিবর্তনের পথে অগ্রসর হবার কোনো নিশ্চয়তা নেই। ফ্রেইরি নিজে চেয়েছিলেন যে মাইক্রো পর্যায়ে নিপীড়িতদের আত্মসচেতনীকরণের কাজ ক্রমশঃ ম্যাক্রো পর্যায়ে একটি রাজনৈতিক সংগঠনে পরিণত হবে। কিন্তু এরকম মাইক্রো পর্যায়ের কাজ থেকে ম্যাক্রো পর্যায়ে সমাজ-পরিবর্তনের জন্য একটি কার্যকর বিপ্লবী সংগঠন কোথাও হয়েছে বলে জানা নেই, এবং মাইক্রো পর্যায়ের কাজ থেকে এরকম ম্যাক্রো প্রক্রিয়ায় রূপান্তরের কোনো তাত্ত্বিক দিক-নির্দেশনা ফ্রেইরি দিয়ে যান নি এবং তাঁর অনুসারিদের মধ্যেও কেউ এখন পর্যন্ত দেন নি। দেওয়া সহজও নয়। আমরা জানি যে কার্ল মার্কস তাঁর বিপ্লবী তত্ত্বে শ্রমিক শ্রেণীর সেল্‌ফ্‌-ইমানসিপেশেন বা আত্মমুক্তি চেয়েছিলেন, কিন্তু শ্রমিক সংগঠণগুলির মধ্যে ম্যাক্রো-সমাজ পরিবর্তনের দিকে এগোবার তেমন কোনো প্রবণতা না দেখে হতাশ হয়ে যাচ্ছিলেন। মার্কসের বিপ্লব-দর্শণের এই ফাঁকটি লেনিন তাঁর “ভ্যানগার্ড-পার্টির” তত্ত্ব দিয়ে পূরণ করতে যেয়ে শ্রমিক শ্রেণীর আত্মমুক্তির চাইতে “বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী”দের ক্ষমতায়নেরই পথ খুলে দেন। ফ্রেইরি নিপীড়িতদের আত্মমুক্তির দর্শনটিই আঁকড়ে ধরে থাকলেন, অন্য কোন শ্রেণী তাদের ওপর প্রভুত্ব করবে না এই প্রত্যয়ে অটল থাকলেন, কিন্তু ম্যাক্রো-মাইক্রো ফাঁকটি তাতে থেকেই গেল, এবং কোনো দেশেই ফ্রেইরিয়ান পথে ম্যাক্রো-সামাজ-পরিবর্তনের কোনো দৃষ্টান্ত বা সম্ভাবনাও আজ পর্যন্ত দেখা যায় নি।

(৩)

ফ্রেইরির প্রত্যয়ের মধ্যে আর একটি যে প্রশ্ন বা প্রবলেমেটিক অন্তর্নিহিত আছে তা হলো নিপীড়ীতদের আত্মসচেতনীকরণ প্রক্রিয়া কে বা কারা প্রনোদিত করবে এবং এই প্রক্রিয়ায় সহায়তা করবে। নিপীড়িতরা নিজে থেকেই এই প্রক্রিয়া চালু করলে বাইরের কারো কাছ থেকে তাদের আত্মসচেতনীকরণের কোন প্রক্রিয়া বা পদ্ধতির প্রয়োজন হতো না। ফ্রেইরির কাছ থেকেও না। তারা নিজে থেকে এরকম কোন প্রক্রিয়া সেরকম স্কেলে শুরু করতে পারছে না বলেই বাইরের থেকে, বিশেষ

করে মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে, নিপীড়িতদের নিয়ে এরকম উদ্যোগ শুরু করানো প্রয়োজন হয়ে পড়ছে। কিন্তু এখান থেকেই প্রবলেমটি শুরু হয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে সমাজ পরিবর্তনকামী হলেও কয়জন কর্মী পাওয়া যাবে যারা নিজেদের অহং ও ক্ষমতালিপ্সা সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে শুধুমাত্র নিপীড়িতদের ক্ষমতায়নের জন্য কাজ করবে? ফ্রেইরি বৈপ্লবিক সমাজ পরিবর্তনকামী মধ্যবিত্তদের "ক্লাস সুইসাইড" বা শ্রেণীগতভাবে আত্মহত্যা করতে আহ্বান করেছেন। ব্যক্তিগতভাবে কোনো কোনো মধ্যবিত্ত বিপ্লবী সমাজকর্মী এরকম আত্মহত্যা করতে পারেন এবং করেছেন, কিন্তু দলে-দলে বিপ্লবী মধ্যবিত্ত সমাজকর্মীরা শুধুমাত্র নিপীড়িতদের ক্ষমতায়নের জন্য জীবনপণ করবেন এরকম আশা করা একটু অবাস্তব হয়ে যায়। লেনিনীয় ভ্যানগার্ডতত্ত্বে এই প্রবলেমেটিকটি আসে না। কারণ এই তত্ত্বে বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীদের হতেই ক্ষমতার খুঁটিটি রেখে দেওয়া হয়, এবং মাঠকর্মীদের জবাবদিহিতা তাদের কাছেই থাকে, নিপীড়িতদের কাছে নয়। কিন্তু ফ্রেইরিয়ান তত্ত্বে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু নিপীড়িততের হাতে দেওয়া হয়েছে, এবং এইভাবে নিপীড়িতদের ক্ষমতায়নের জন্যই মধ্যবিত্ত সমাজকর্মীদের কাজ করতে আহ্বান করা হয়েছে। এটি সত্যিই তাদের আত্মঘাতী হবার আহ্বান। কিন্তু কেনো তারা এভাবে আত্মঘাতী হবে এই প্রশ্নের বস্তুগত সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ফ্রেইরি দেন নি যা দিয়ে অন্ততঃ তত্ত্বগতভাবে হলেও তাঁর নক্‌শাটি সম্পূর্ণ হতো।

(৪)

বাস্তবে অনেক তৃণমূল কাজই ফ্রেইরিয়ান আত্মসচেতনীকরণ প্রত্যয় ও দর্শন দ্বারা অনুপ্রাণিত দাবী করা হলেও নিপীড়িতদের নিজস্ব বিশ্লেষন দ্বারা আত্মসচেতনীকরণের বদলে মাঠকর্মী বা কর্মী সংস্থার চেতনাই ট্রান্সফার করা হচ্ছে, অথবা যান্ত্রিকভাবে ফ্রেইরিয়ান গণশিক্ষার পদ্ধতি প্রয়োগ করা হচ্ছে যাতে সত্যিকার অর্থে আত্মসচেতনীকরণের প্রক্রিয়া তেমন কিছু দেখা যায় না। আমি বাংলাদেশে এই ধরনের তৃনমূল কাজ দেখেছি যেখানে নিপীড়িতদের আত্মসচেতনীকরণের নামে টেক্সট বুক মার্কস-লেনিনবাদ শেখানো হয়েছে, 'থিওরী অব সারপ্লাস ভ্যালু'সহ। এ রকম কাজও দেখেছি যেখানে নিপীড়িতরা আমাকে বলেছেন যে তারা ট্রেনিং ক্যাম্পে যেয়ে শিখেছেন যে, তাদের পাঁচটি মৌলিক চাহিদা --অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা ইত্যাদি, যেন এই জ্ঞানটুকু তাদের আগে ছিলনা এবং আত্মসচেতন হয়ে তাদের এই নতুন সচেতনতা টুকু হয়েছে। অর্থাৎ তারা আগে যা কিছু জানতেন এবং যেটুকু সচেতনতা তাদের ছিল তা পুরো ভুলিয়ে দিয়ে তাদের নতুর করে জ্ঞানের সিঁড়ি চিনিয়ে দেওয়া হয়েছে যার প্রথম সোপানটি হলো মানুষের মৌলিক চাহিদা পাঁচটি এই জ্ঞানটি। কনশিয়েনটাইজেশনের নামেই এই 'অসাধারণ" জ্ঞানটুকু তাদের দেওয়া্ হচ্ছে যা ফ্রেইরির শিক্ষা সম্বন্ধে 'ব্যাঙ্কিং' প্রত্যয়ের মধ্যেই পড়ে। আর সাম্প্রতিককালে অনেক এনজিও-ই একদিকে কনশিয়েনটাইজেশন কথাটা ব্যবহার করে চলেছেন, আর একদিকে নিপীড়িতদের কার্যকলাপ সাপ্তাহিক সঞ্চয় ও ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে

অর্থনৈতিক উন্নতির মধ্যে এবং কিছু সামাজিক কল্যানমূলক কর্মকান্ডের মধ্যেই মোটামুটি সীমাবদ্ধ রেখেছেন। এরকম মহৎ কাজের বিরুদ্ধে আমার বক্তব্য নয়; কিন্তু কনশিয়েন্টাইজেশনের পদ্ধতিও এটি নয়, আর কনশিয়েন্টাইজেশনের ফলাফলও সঞ্চয়, ঋণ ম্যানেজমেন্ট আর কিছু সমাজ কল্যাণমূলক কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবার কথা নয়। অপরদিকে, পার্টিসিপেটরী রিসার্চের নামে নিপীড়ীতদের সমাজ গবেষনার নায়ক হতে আহবান ও সহায়তা না করে তাদের গবেষণার বস্তু হিসাবেই ব্যবহার করে মধ্যবিত্ত গবেষকরা তাঁদের নিজেদের গবেষণা রিপোর্টই তৈরী করছেন যাতে তাঁদের নিজেদেরই ক্ষমতায়ন অগ্রসর হচ্ছে নিপীড়িতরা যেখানে আছে সেখানেই থেকে যাচ্ছে।

এদেশের বহু তৃণমূল কাজেই কনশিয়েন্টাইজেশন কথাটি ব্যবহারিত হচ্ছে, কিন্তু সাহায্যকারী সংস্থার নিজস্ব আর্থ-সমাজ দর্শন এবং নিপীড়িতদের কতখানি যেতে দেওয়া হয় এই প্রশ্ন করা যেতে পারে। সত্যিকার কনসিয়েন্টাইজেশন প্রক্রিয়া থেকে কি দেশের বিরাট ও উর্ধ্বমুখী অর্থনৈতিক বৈষম্য সম্বন্ধে, ক্রমাগত দারিদ্র সৃষ্টির প্রক্রিয়া সমূহ সম্বন্ধে, মুক্তবাজার নীতি সম্বন্ধে, নিপীড়িতদের কাছ থেকে স্পষ্ট কোনো বক্তব্য আসবে না? পাওলো ফ্রেইরির স্বপ্ন নিপীড়িতদের "ভয়েস" এদেশে কোথায়, যেখানে হাজার হাজার গ্রামে নিপীড়িতদের সঙ্গে কাজ হচ্ছে যে কাজে তাদের কনশিয়েন্টাইজেশন করা হচ্ছে বলে দাবি করা হচ্ছে। এ্যাডাবরূপী এন, জি, ও-দের "ভয়েস" হয়ে গিয়েছে যা আজকে জাতীয় মর্যাদা পেয়ে গিয়েছে; এতো হাজার হাজার নিপীড়িতদের সংগঠন যে হয়েছে তাদের একটি এ্যাসোসিয়েশন কি হতে পারতো না জাতীয় পর্যায়ে নিপীড়িতদের "ভয়েস" হিসাবে? এবং এরকম একটি ভয়েস কি এই জাতির উপর বিশ্বব্যাঙ্ক ও আই এম এফ-এ নিপীড়নের বিরুদ্ধে সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিবাদ হতে পারতো না?

(৫)

কিন্তু আসল সমস্যাটা ফ্রেইরির দর্শনেরই দুর্বলতার মধ্যে, তিনি মধ্যবিত্ত সমাজসেবীদের আত্মঘাতী হতে বলেছেন, অর্থাত তাদের নিজেদের ক্ষমতায়নের জন্য কাজ না করে নিপীড়িতদের ক্ষমতায়নের জন্য কাজ করতে বলেছেন। এটা হয়না, মধ্যবিত্তদের মধ্য দিয়ে একটি ধারা বেরিয়ে এসে নিজেদের "বিপ্লবী" বলে দাবী করলেও। আর আজকে সে রকম বিপ্লবের কোনা তত্ত্ব বা অদূর-ভবিষ্যতে বাস্তব সম্ভাবনাও নেই, তাই কনসিয়েন্টাইজেশনের নামে সঞ্চয় আর ঋণ দ্বারা নিপীড়িতদের পাঁচটি "মৌলিক চাহিদা" পূরণের চেতনা দেওয়া একটি মহৎ কাজ মনে হতে পারে বৈকি।

তবু নিপীড়িতদের মুক্তির প্রশ্নে ফ্রেইরির প্রত্যয়গত অবদান অত্যন্ত মূল্যবান এবং এজন্য আজকে আমি তাঁকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। নিপীড়িতদের

মুক্তি তাদের নিজস্ব ক্রিটিকাল চেতনার বিকাশ দ্বারাই কেবল হতে পারে, অপর কারো চেতনা দিয়ে হতে পারেনা - ফ্রেইরির এই তত্ত্ব লেনিনীয় বিপ্লবী তত্ত্বকে চ্যালেঞ্জ ক'রে সমাজ-পরবর্তনের প্রবলেমেটিকটার অন্য মেরুতে আমাদের নিয়ে যায়। প্রবলেমেটিকটা তবু অমিমাংসিতই থেকে যাচ্ছে, এক মেরুতে "বিপ্লবী" মধ্যবিত্তদের ক্ষমতায়নের টান আর এক মেরুতে নিপীড়িতদের ক্ষমতায়নের টান, এই দুই টানের মধ্যে উভয় পক্ষের কাছে সচেতনভাবে গ্রহনযোগ্য একটা মাঝামাঝি জায়গা খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত। এবং এই সমাধান না পাওয়া পর্যন্ত, যেহেতু মধ্যবিত্তরাই সমাজ পরিবর্তনের প্রক্রিয়া ইনিসিয়েট করে -- সে লেনিনীয় প্রক্রিয়া হোক বা ফ্রেইরিয়ান প্রক্রিয়া হোক--, সেইহেতু মধ্যবিত্তরাই এরকম প্রক্রিয়া থেকে নিজেদের ক্ষমতায়িত করে যাবে।

* পাওলো ফ্রেইরির প্রথম মৃত্যবার্ষিকী উপলক্ষে গণসাক্ষরতা অভিযানের উদ্যোগে ২রা মে ১৯৯৮ তারিখে ঢাকার ডব্লিউভিএ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত প্যানেল আলোচনায় পরিবেশিত।